পার্বত্য চট্টগ্রামকে শিগগিরই মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে

এপ্রিল নাগাদ জজকোর্ট স্থাপনে পদক্ষেপ : বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সবার সহযোগিতা চাই -প্রধান উপদেষ্টা

রাঙ্গামাটি জেলা সংবাদদাতা ঃ দেশের তিন পার্বত্য জেলা– রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানকে শিগগিরই মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে তিন পার্বত্য জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে একথা বলেন। সভায় স্থানীয় হেডম্যান, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক ও স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক চালু করা এখানকার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী। তাই সরকার এ লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, সরকার সম্পদের সহজলভ্যতা সাপেক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলায় ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে। হেডম্যান, সার্কেল চিফ ও কারবারিদের ভাতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাদের ভাতা বাড়ানোর বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে এবং তাদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিও বিবেচনাও করবে। পার্বত্য জেলাগুলোতে জজকোর্ট স্থাপন প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, হাইকোর্ট ইতোমধ্যে এসব জেলায় জজকোর্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত দিয়েছে।তিনি বলেন, জজকোর্ট স্থাপনে হাইকোর্টের নির্দেশ বাস্তবায়নে এবং এপ্রিল নাগাদ লোকবল নিয়োগে সরকার সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। প্রধান উপদেষ্টা দুর্নীতিমুক্ত ও আলোকিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার প্রতি আহ্বান জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইকো-টুরিজমের স্বর্গ আখ্যা দিয়ে ড. ফখরুদ্দীন বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশ ও স্থানীয় জনগণের জীবিকা বিঘ্নিত না করে এখানে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটাতে আগ্রহী।এ প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য বেসরকারী উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষিতে ইঁদুরের উপদ্রব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।

সভায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী রাজা দেবাশীষ রায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন। সেনাবাহিনী প্রধান মইন উ আহমেদ, ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মে. জেনারেল আবদুল মুবিন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার হোসাইন জামিল ও রাঙ্গামাটির জেলা প্রশাসক এম নুরুল আমিন উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা শেষে দুপুরে রাঙ্গামাটি রাজ বন বিহার পরিদর্শন করেন এবং পার্বত্য ধর্মীয় গুরু বনভন্তের সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ড. ফখরুদ্দীন আহমদ পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, সরকার পার্বত্য জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারের কথা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এ অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সংস্কার পদক্ষেপ সম্পর্কে ড. ফখরুদ্দীন বলেন, সরকার ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে ভূমি কমিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কথা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। তিনি বলেন, সরকারের প্রধান লক্ষ্য– জনগণের কল্যাণে আইন-শৃংখলা রক্ষার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নতি নিশ্চিত করা। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পর পার্বত্য জেলাসমূহে পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী তুলে ধরে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এ পর্যন্ত স্থানীয় উন্নয়নে ১ হাজার ২৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য এলাকার উন্নয়নে চলতি অর্থবছরে

২৫৭.৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে কর্মরত উন্নয়ন সহযোগী ও এনজিওদের ধন্যবাদ জানান।